GE4T : United Nations and Global Conflicts

4 th semester (H) GE

Kamal Sarkar

Unit - I a. An Historical overview of the United Nations

b. principles and Objectives

Q - 1. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা বিবর্তন সম্পর্কে যা জান লেখ ?

Q - 2. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল নীতি ও উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা কর ?

⇒ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অনেক পুরানো। তবে বিংশ শতাব্দীর কিছু ঘটনা এরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠন করার প্রয়াসকে অনেক ত্বরান্বিত করে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং এর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জাতিসংঘ নামে আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন করতে তৎকালীন মানুষকে উৎসাহিত করে। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি স্থাপন করা হয়। এই সংগঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল এবং তা হল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। তবে দুঃখের বিষয় হল এই যে, এত মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও জাতিসংঘ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এই সংগঠনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়নি। এর ফলে জাতিসংঘের ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে।

১৯৩৯ সালে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ইউরোপের তৎকালীন নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত শঙ্কিত করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতাই ওই নেতৃবৃন্দকে একটি শিক্ষা দিতে পেরেছিল যে যুদ্ধকে চিরকালের জন্য বিদায় জানাতে হবে। শুধুমাত্র তা-ই নয়, বিশ্বশান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যুদ্ধের কারণকেও সমূলে বিনাশ করতে হবে।

REDMI NOTE 5 PRO

সেই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর মূলত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি গঠন করা হয়।

Reference + Suggested Readings :

1. International Relations
   Peu Ghosh
2. The new United Nations
   J.A. Moore and J. Pubantz
3. The United Nations: an Introduction
   S.B. Gareis and Varwick
4. International Relations
   J. Goldstein and Pevehouse
5. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - তত্ত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি
   ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও শক্তি মুখোপাধ্যায়
~~6. সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক~~
~~সমকালীন~~
   ~~রাধারমণ ও সুকল্পা~~
6. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব ও তথ্য
   অরূপ সেন
7. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও জাতিপুঞ্জ
   নির্মলকান্তি ঘোষ
8. আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা
   অনাদি কুমার মহাপাত্র
9. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব
   প্রণব কুমার মালিক

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
[*The United Nations*]

১০.১ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি
Origin of the United Nations

পৃথিবীকে যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করা এবং এক চিরস্থায়ী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে **'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'** (United Nations) নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব-ইতিহাসের এক দুর্যোগময় অধ্যায়ে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নতুন আশ্বাস নিয়ে গড়ে ওঠে এই সংগঠনটি। দুটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বব্যাপী মন্দা, ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব ধ্বংসলীলা, ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপর্যয়—এগুলির যাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন শুরু হয়ে যায়।

১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আটলান্টিক মহাসাগরে একটি যুদ্ধজাহাজে মিলিত হয়ে বিশ্বের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আটটি নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা **আটলান্টিক সনদ** (Atlantic Charter) নামে পরিচিত এবং এটাকেই অনেকে জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ওই সনদে ন্যাৎসি স্বৈরাচারকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার সংকল্প নেওয়া হয় এবং নিরস্ত্রীকরণকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তরূপে গণ্য করা হয়। ১৯৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, লুকসেমবার্গ, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ ওই সনদে স্বাক্ষর করেন।

১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও রাশিয়া একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে আটলান্টিক চার্টারে উল্লিখিত নীতি ও আদর্শকে স্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীকালে আরও ২২টি রাষ্ট্র ওইসব আদর্শ গ্রহণ করে। **ওয়াশিংটন সম্মেলনে** সর্বপ্রথম 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কথাটি ব্যবহার করে এটিকে **'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্র'** (The United Nations Declaration) আখ্যা দেওয়া হয়। জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় বলা হয় যে আটলান্টিক সনদে সংযোজিত সকল নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন, জীবন, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানব অধিকার ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের জন্য শত্রুর পরাজয় অত্যাবশ্যক।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রীরা এবং মস্কোয় নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে **(Moscow Conference)** মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এই সংগঠন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল দেশের কাছেই এর সদস্যপদ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত থাকবে—এই মর্মে একটি যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। একদিক থেকে এই যৌথ ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের কথা এত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করল।

Scanned with CamScanner

মস্কো অধিবেশনের পর ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে যথাক্রমে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন **তেহেরানে একটি অধিবেশনে** (Teheran Conference) মিলিত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একটি যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্বের ছোটো-বড়ো সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলাই হল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের সন্নিকটে **ডাম্বারটন ওকস্**-এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন (Dumberton Oaks Conference)। প্রথম পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনা চলে ১৯৪৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এবং চলে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিনও যোগদান করে। এই সম্মেলনের শেষে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। **ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন বিশ্ব সংগঠনের নামকরণ হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'**। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ, প্রধান সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ডাম্বারটন ওকস্-এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে **ইয়াল্টায়** (Yalta) অপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চিন—এই ৫টি স্থায়ী সদস্যকে ভেটো ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইয়াল্টাতেই তিন রাষ্ট্রপ্রধান (রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন) স্থির করেন যে ওই বৎসর ২৫ এপ্রিল সানফ্রান্সিসকো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই সভায় ডাম্বারটন ওকস্ ও ইয়াল্টায় গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হবে।

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **সানফ্রান্সিসকো** শহরে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হন। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৮৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমকালীন বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে **সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনই** হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ স্তর। স্বভাবতই এই সম্মেলন **'আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কিত জাতিপুঞ্জের সম্মেলন'** (United Nations Conference on International Organization) নামে পরিচিত। সম্মেলন চলে ওই বছরের ২৬ জুন পর্যন্ত। এই সম্মেলনেই একটি প্রস্তাবনা এবং ১১১টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত জাতিপুঞ্জের সনদের চূড়ান্ত রূপদান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চিন এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে স্বীকার করা হয়। তাছাড়া আরও স্থির হয় যে, যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এই ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের ভেটো দানের ক্ষমতা থাকবে। বৃহৎ পঞ্চশক্তি এবং স্বাক্ষরকারী দেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সনদটি সমর্থিত হবার পর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই সারা বিশ্বে ২৪ অক্টোবর তারিখটি 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। সূচনাকালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৫১, আজ ২০১৯-তে তা বেড়ে ১৯৩-এ দাঁড়িয়েছে। **এইচ জি নিকোলাস** (H. G. Nicholas)-এর মতে, "জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠার ২৬ বছর পরে আর একটি ব্যাপক বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় প্রয়াস শুরু হল।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১০.৩ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যসমূহ
Purposes of the United Nations

পৃথিবী থেকে অশান্তি তথা যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অসাম্য দূর করা, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখেই জাতিপুঞ্জের সনদ রচনা করা হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনা ও অন্যান্য ধারায় এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তথা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—

"আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জনসাধারণ আমাদের জীবনে পরপর দুটি যুদ্ধ যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট নিয়ে এসেছে তা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য কৃতসংকল্প। আমরা মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর এবং নারী, পুরুষ, ছোটো-বড়ো সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারের ওপর আস্থা স্থাপন করছি। আমরা এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করব যেখানে ন্যায়বিচার এবং চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা সসম্মানে পালিত হবে এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করা যাবে।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সনদের ১নং ধারায় জাতিপুঞ্জের **চারটি মূল উদ্দেশ্যের কথা** ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে কার্যকরীভাবে সমষ্টিগত ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তিভঙ্গের সবরকম আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিহত করা। এছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান করাও হল জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং স্থায়ীভাবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি রাষ্ট্রকে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করা।

চতুর্থত, উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

সনদের অন্য কয়েকটি ধারাতেও জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সনদের **৫৫নং ধারায়** বলা হয়েছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ :

(১) উন্নত জীবনযাত্রার মান, পূর্ণ নিয়োগ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে;

(২) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করবে, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রসারণ ঘটাবে এবং শিক্ষাগত সহযোগিতা সম্প্রসারণের চেষ্টা করবে;

(৩) জাতি, ধর্ম, ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব অধিকারের প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

সবশেষে সনদের **৭৩নং ধারায়** বিশ্বের পরাধীন দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে একটি অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্র পরাধীন জনগণের শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তারা ওই অঞ্চলের জনগণের স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপাত্তার সঙ্গে সংগতি রেখে ওইসব অঞ্চলের জনগণের উন্নতির পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১০.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিসমূহ
Principles of the UN

বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে যেসব উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সনদের **২নং ধারায় ৭টি নীতি** অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। নীতিগুলি হল :

(১) সকল সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌম সমানাধিকারের নীতির ওপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত।

(২) প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র তার সদস্যগত অধিকার ও সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য সনদে ঘোষিত দায়দায়িত্ব নিষ্ঠাসহকারে পালন করবে।

(৩) সকল সদস্যরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়।

(৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল সদস্যরাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে।

(৫) সকল সদস্যরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলে সদস্যরাষ্ট্রগুলি সেই রাষ্ট্রকে কোনো প্রকার সাহায্য করবে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(৬) শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও যাতে সনদে বর্ণিত নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেদিকে লক্ষ রাখবে।

(৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হবে না।

মূল্যায়ন ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সনদের ২নং ধারায় বর্ণিত উপরোক্ত নীতিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে এমন সব অসংগতি রয়েছে যেগুলি উপেক্ষা করা যায় না।

প্রথমত, সনদের প্রথম নীতিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সেই অনুসারে 'সাধারণসভায়' প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে একটি করে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আবার একইসঙ্গে 'নিরাপত্তা পরিষদে' বৃহৎ পঞ্চশক্তিকে স্থায়ী সদস্যপদ এবং ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। **গুডরিচ, হেমব্রো এবং সিমন্স** (L M Goodrich, E Hambro and A P Simons) প্রমুখ লেখকগণ পঞ্চপ্রধানের হাতে এই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টিকে সার্বভৌম সমানাধিকার নীতির পরিপন্থী ('..... impairment of the principle of juridical equality') বলে মন্তব্য করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সনদের ষষ্ঠ নীতিতে সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে তা দেখার কথা বলা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের এই অধিকারের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। তাছাড়া সদস্যরাষ্ট্রগুলিই যেখানে সনদে বর্ণিত নীতিগুলির সঙ্গে সব সময় সংগতি রেখে চলে না, সেখানে সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রকে সনদীয় নীতির প্রতি অনুগত রাখার প্রয়াস কতদূর সফল হতে পারে সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়।

তৃতীয়ত, সনদের সপ্তম নীতিতে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হলেও 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা সনদের কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সুবিধামতো এই নীতিটিকে ব্যাখ্যা করে থাকে। বস্তুত এই নীতিটি থাকার ফলে জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত নীতিগুলির মধ্যে এই ধরনের কিছু অসংগতি আছে সত্য। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নীতিগুলির মধ্য দিয়েই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মূল আদর্শটি ব্যক্ত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner